ডাঃ এম.এল. টাইলর

হোমিওপ্যাথিক

ড্রাগ পিকচার্স

Homoeopathic
DRUG PICTURES

সূচিপত্র

১.	এব্রোটেনাম(ABROTANUM)	২১
২.	একোনাইটাম (ACONITUM)	২৪
৩.	এস্কিউলাস হিপোক্যাসটানাম (AESCULUS HIPPOCASTANUM)	৩৩
৪.	ইথুজা সিনাপিয়াম (AETHUSA CYNAPIUM)	৩৯
৫.	এগারিকাস মাসকারিয়াস (AGARICUS MUSCARIUS)	৪৪
৬.	এইল্যান্থাস গ্ল্যান্ডুলোসা (AILANTHUS GLANDULOSA)	৫০
৭.	এলিয়াম সিপা (ALLIUM CEPA)	৫৫
৮.	এলুমিনা (ALUMINA)	৫৯
৯.	এমোনিয়াম কার্বনিকাম (AMONIUM CARBONICUM)	৬৯
১০.	এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টালি ANACARDIUM ORIENTALE)	৭৬
১১.	এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম (ANTIMONIUM CRUDUM)	৮২
১২.	এন্টিমোনিয়াম টর্টারিকাম (ANTIMONIUM TARTARICUM)	৯০
১৩.	এপিস (APIS)	১০৩
১৪.	আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (ARGENTOM NITRIUM)	১১০
১৫.	আর্নিকা মন্টোনা (ARNICA MONTANA)	১১৮
১৬.	আর্সেনিকাম (ARSENICUM)	১২৮
১৭.	এসাফিটিড়া (ASAFOETIDA)	১৩৯
১৮.	অরাম (ARUM)	১৪৫
১৯.	ব্যাপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া(BAPTISA TINCTORIA)	১৫১
২০.	বেলেডোনা (BELLADONNA)	১৫৭
২১.	বেলেসি পেরিনিস (BELLIS PERENNIS)	১৭১
২২.	বোরাক্স (BORAX)	১৭৭
২৩	ব্রোমিয়াম (BROMIUM)	১৮৩
২৪.	ব্রায়োনিয়া(BRYONIA)	১৮৯
২৫.	ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (CALCARE A CARBONICA)	২০১
২৬.	ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা (CALCAREA PHOSPHORICA)	২১৫
২৭.	ক্যালকেরিয়া সালফুরিকা (CALCA REA SULPHURICA)	২২২
২৮.	ক্যাম্ফোরা (CHAMPHORA)	২২৫
২৯.	ক্যানাবিস ইন্ডকা(CANNABIS INDICA)	২৩১
৩০.	ক্যান্থারিস(CANTHARIS)	২৪৯
৩১.	ক্যাপসিকাম (CAPSICUM)	২৫৬
৩২.	কার্বো ভেজেটেবিলিস (CARBO VEGETABILIS)	২৬৫

৩৩.	কলোফাইলাম (CAULOPHYLLUM)	২৭৪
৩৪.	কস্টিকাম (CAUSTICUM)	২৮৩
৩৫.	চিয়োনোথাস আমেরিকানাস (CEANOTHUS AMERICANUS)	২৯৫
৩৬.	ক্যামোমিলা (CHAMOMILLA)	৩০০
৩৭.	চেলিডোনিয়াম মেজাস (CHELIDONIUM MAJUS)	৩১০
৩৮.	চায়না (CHINA)	৩১৯
৩৯.	সিকুটা ভিরোসা (CICUTA VIROSA)	৩৩০
৪০.	সিমিসিফুগা রেসিমোসা (একটিয়া রেসিমোসা) (CIMICIFUGA RACEMOSA (ACTEA RACE MOSA)	৩৪১
৪১.	সিনা (CINA)	৩৫১
৪২.	সিস্টাস ক্যানাডেনসিস (CISTUS CANADENSIS)	৩৫৯
৪৩.	ককুলাস (COCEULUS)	৩৬৪
৪৪.	কফিয়া ক্রুডা (COFFEA CRUDA)	৩৭৬
৪৫.	কলচিকম অটোমন্যালি (COLCHICUM AUTUMNALE)	৩৭৮
৪৬.	কলিনসোনিয়া ক্যানাডেনসিল (COLLINSONIA CANDENSIS)	৩৮৮
৪৭.	কলোসিন্থ (COLOCYNTH)	৩৯৩
৪৮.	কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম (CONIUM MACULATUM)	৩৯৯
৪৯.	ক্রোটেলাস হরিডাস (CROTALUS HORRIDUS)	৪১৩
৫০.	ক্রোটেলাস ক্যাসকাভিলা (CROTALUS CASCAVELLA)	৪২১
৫১.	কুপ্রাম (CUPRUM)	৪২৩
৫২.	সাইক্লামেন (CYCLAMEN)	৪৩২
৫৩.	ড্রসেরা (DROSERA)	৪৩৬
৫৪.	ডালকামারা (DULCAMARA)	৪৪৯
৫৫.	ফেরাম (FERRUM)	৪৫৩
৫৬.	ফেরাম ফসফরিকাম (FERRUM PHOSPHORICUM)	৪৬২
৫৭.	জেলসিমিয়াম (GELSEMIUM)	৪৭০
৫৮.	গ্লোনইন-নাইট্রো গ্লিসারিন (GLONOINE-NITRO GLICERINE)	৪৭৬
৫৯.	গ্রাফাইটিস (GRAPHITES)	৪৮৬
৬০.	হিপার সালফুরিস (HEPER SULPHURIS)	৪৯৪
৬১.	হায়োসিয়ামাস নাইজার (HYOSCYAMUS NIGER)	৫০১
৬২.	হাইপেরিকাম (HYPERICUM)	৫১১
৬৩.	ইগ্নেশিয়া (IGNATIA)	৫২১
৬৪.	আয়োডিয়াম (IODUM)	৫৩১

৬৫. ইপিকাকুয়ানহা (IPECACUANHA) ৫৩৭
৬৬. আইরিস ভার্সিকুলার (IRIS VERSICOLOR) ৫৫২
৬৭. ক্যালি বাইক্রমিকাম (KALI BICHROMICUM) ৫৫৬
৬৮. ক্যালি ব্রোমেটাম (KALI BROMATUM) ৫৬৮
৬৯. ক্যালি কার্বোনিকাম (KALI CARBONICUM) ৫৭৫
৭০. ক্যালি সালফুরিকাম (KALI SULPHURICUM) ৫৮৩
৭১. ক্রিয়োজোটাম (KREOSOTUM) ৫৮৬
৭২. ল্যাক ক্যানিনাম (LAC CANINUM) ৫৯৪
৭৩. ল্যাকেসিস (LACHESIS) ৬০৩
৭৪. লিডাম প্যালাস্টার (LEDUM PALUSTRE) ৬১৩
৭৫. লিলিয়াম টিগ্রিনাম (LILIUM TIGRINUM) ৬২২
৭৬. লাইকোপোডিয়াম (LYCOPODIUM) ৬২৮
৭৭. ম্যাগনেশিয়া ফসফরিকা (MAGNESIA PHOSPHORICA) ৬৩৯
৭৮. মেডোরিনাম (MEDORRHINUM) ৬৪৪
৭৯. মার্কুরিয়াস (MERCURIUS) ৬৫৩
৮০. মেজেরিয়াম (MEZEREUM) ৬৬৪
৮১. মর্বিলিনাম (MORBILLINUM) ৬৭৭
৮২. মিউরিয়েটিক এসিড (MURIATIC ACID) ৬৮৪
৮৩. ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম (NATRUM MURIATICUM) ৬৮৮
৮৪. ন্যাট্রাম ফসফরিকাম (NATRUM PHOSPHORICUM) ৬৯৮
৮৫. ন্যাট্রাম সালফুরিকাম (NATRUM SULPHURICUM) ৭০৩
৮৬. নাইট্রিক এসিড (NITRIC ACID) ৭১১
৮৭. নাক্স মস্কেটা (NUX MOSCHATA) ৭২১
৮৮. নাক্স ভোমিকা (NUX VOMICA) ৭৩০
৮৯. ওপিয়াম (OPIUM) ৭৪১
৯০. অর্নিথোগেলাম আম্বেলেটাম (ORNITHOGALUM UMBELLBTUM) ৭৫০
৯১. পিওনিয়া (POEONIA) ৭৫৬
৯২. প্যালাডিয়াম (PALLADIUM) ৭৫৯
৯৩. পেট্রোলিয়াম-ওলিয়াম পেট্রে (PETROLEUM-OLEUM PETRE) ৭৬৩
৯৪. ফসফরিক এসিড (PHOSPHORIC ACID) ৭৭০
৯৫. ফসফরাস (PHOSPHORUS) ৭৭৭
৯৬. ফাইটোলক্কা ডিক্যানড্রা (PHYTOLACCA DECANDRA) ৭৮৬
৯৭. পিক্রিক এসিড (PICRIC ACID) ৭৯৪

৯৮.	প্লাটিনাম (PLATINUM)	৭৯৭
৯৯.	প্লাম্বাম (PLUMBUM)	৮০৩
১০০.	সোরিনাম (POSORINUM)	৮১২
১০১.	টিলিয়া ট্রাইফোলিয়েটা (PTELIA TRIFOLIATA)	৮২০
১০২.	পালসিটিলা (PULSATILLA)	৮২৩
১০৩.	পাইরোজেন (PYROGEN)	৮৩১
১০৪.	র‍্যানানকুলাস বালবোসাস (RANUNCULUS BULBOSUS)	৮৪৪
১০৫.	রডোডেনড্রন (RHODODENDRON)	৮৫০
১০৬.	রাস (RHUS)	৮৫৩
১০৭.	রুটা গ্রাভেওলেন্স (RUTA GRAVEOLENS)	৮৬৫
১০৮.	স্যালিসাইলেটস : স্যালসাইলিক এসিড (SALICYLATES : SALICYLIC ACID)	৮৭১
১০৯.	স্যাঙ্গুন্যারিয়া ক্যানাডেনসিস (SANGUINARIA CANADENSIS)	৮৭৭
১১০.	স্যানিকুলা একুয়া (SANICULA AQUA)	৮৮২
১১১.	সিপিয়া (SEPIA)	৮৯০
১১২.	সিলিকা (SILICA)	৯০৫
১১৩.	স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া (STAPHISAGRIA)	৯১৭
১১৪.	স্ট্র্যামোনিয়াম-দাতুরা স্ট্র্যামোনিয়াম (STRAMONIUM-DATURA STRANONIUM)	৯২৭
১১৫.	সালফার (SULPHOR)	৯৪৩
১১৬.	সিম্ফাইটম (SYMPHYTUM)	৯৫৭
১১৭.	ট্যারেন্টুলা হিসপানিয়া অ্যান্ড কিউবেনসিস (TARENTULA HISPANIA AND CUBENSIS)	৯৬২
১১৮.	টেরিবিন্থিনা (TERIBINTHINA)	৯৭৬
১১৯.	থেরিডিয়ন (THERIDION)	৯৮১
১২০.	থুজা অক্সিডেন্টালিস (THUJA OCCIDENTALIS)	৯৮৫
১২১.	টিউবারকুলিনাম নোসডস (TUBERCULINUM NOSODES)	৯৯৮
১২২.	আর্টিকা ইউরেন্স (URTICA URENS)	১০১৩
১২৩.	ভিরেট্রাম এল্বাম (VERATRUM ALBUM)	১০২১
১২৪.	ভিরেট্রাম ভিরিডি (VIRATRUM VIRIDE)	১০৩০
১২৫.	ভাইবারনাম ওপিউলাস এবং ভাইবারনাম প্রুনিফোলিয়াম (VIBURNUM OPULUS and (VIBURNUM PRUNIFOLIUM)	১০৩৫
১২৬.	ভিসকাম এলবাম (VISCUM ALBUM)	১০৩৯

এব্রোটেনাম
(ABROTANUM)
(সাওদার্নউড)

আটিমিশিয়া এব্রোটেনামঃ ওল্ড ম্যান ট্রি; বয়ে'স লাভ; ল্যাড'স লাভ

ম্যারাসিমিক শিশুদের জন্য মূল্যবান ওষুধ এব্রোটেনামের মধ্যে রয়েছে। এর অনেক লক্ষণ ইথুজা *সিনাপিয়ামের* সাথে মিলে, আবার বেশকিছু লক্ষণ আছে যেগুলো এ দুটি ওষুধের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করে। দুটি ওষুধের মধ্যেই আমরা চরম দুর্বলতা পাই। তবে এব্রোটেনাম শিশুরা দুধ সহ্য করতে অক্ষম হলেও, তাদের কামড়ানো ক্ষুধা মেটানোর জন্য দুধে সিদ্ধ রুটির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। দুটি ওধুধের মধ্যেই চিন্তা করার অক্ষমতা; উপলব্ধির ক্ষমতা লোপ পায়।

তবে *ইথুজা* এবং *এব্রোটেনামের* মানসিক লক্ষণগুলো দুটি ওষুধের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে। ইথুজাতে আমরা দেখি, বিভ্রান্তি থাকে, চিন্তা করার অক্ষমতা, প্রায় হাবাটে। এব্রোটেনামেও ভাবনার অক্ষমতা আছে; তবে সম্ভবত চরম উত্তেজিত, বদমেজাজি, খিটখিটে; এমনকি উগ্র এবং নির্মমঃ হিংস্র কিছু একটা ঘটাতে চায়, কোনো মানবতা নেই। *এব্রোটেনাম* সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, "ল্যাড'স লাভ" একটি ধূসর সবুজাভ গুল্ম জাতীয় গাছ, গ্রাম্য কুটিরের দরজার একটু ভেতরেই এগুলো জন্মে। বাড়িতে ঢোকা এবং বের হওয়ার সময় সহজাতভাবেই কেউ একজন এগুলো মাড়িয়ে যায়, যাকে কালোপেপার বর্ণনা করেন এভাবে, "এর অসংখ্য পাতা তীক্ষ্ণ রোমশ, খণ্ডখণ্ড অংশে বিভক্ত, রং চমৎকার ফিকে সবুজ", আকর্ষণীয় সুগন্ধের জন্য হাতে রাখা হয়। নিঃসন্দেহে এ কারণেই এর নাম হয়েছে, 'ল্যাড'স লাভ' শতবর্ষ ধরেই পছন্দের কুমারীকে লাজ্জনম্র উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য এর পাতা তুলে নেওয়া হতো, নিঃসন্দেহে অনেক পুরোনো বাইবেলের পাতার ভাঁজে গোপনে তা সঞ্চিত হয়েছে, যা গ্রাম্য গাথার ঢঙে যৌবন এবং পূর্বরাগের মিষ্টি স্মৃতি সারাজীবন ধরে পুনরুদ্দীপ্ত করতে থাকে।

এব্রোটেনাম আমাদের অন্যতম ইংলিশ ভেষজ ওষুধ। কালোপেপারের 'ইংলিশ ফিজিসিয়ান (এর ভূমিকার তারিখ ১৬৫৩) এ আমরা এব্রোটেনাম সম্পর্কে পড়েছি।

"বীজ থেঁতলে উষ্ণ পানিতে উত্তপ্ত করে পান করলে, যারা পেশিতন্তুতে আক্ষেপ বা খিঁচুনি সমস্যায় ভুগছে তাদের উপকার করে, এছাড়া সায়াটিকা এবং মহিলাদের স্রাব কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে। মদের সাথে মিশিয়ে পান করলে তা সব ধরনের বিষ নাশক। তেলের সাথে মিশিয়ে মেরুদণ্ডে মালিশ করলে তা

কম্পজ্বর আরোগ্য করে, ঝলসানো কুইন্স এবং কয়েক টুকরো রুটির সাথে ফুটিয়ে ব্যবহার করলে এটি চোখের প্রদাহ দূর করে। বার্লির সাথে ফুটিয়ে ব্যবহার করলে মুখের বা শরীর অন্যান্য অংশের ফুস্কুড়ি ও ব্রণ দূর করে। বীজ এবং শুষ্ক ভেষজ শিশুদের কৃমিনাশ করে। ভেষজটি থেঁতলে প্রয়োগ করলে তা মাংসের ভেতরে ঢুকে যাওয়া কোনো তীক্ষ্ণ বস্তুর টুকরা বা কাঁটা বের করে আনে। পুরনো সালাদ তেলের সাথে এর ছাইয়ের মিশ্রণটাকে প্রয়োগ করলে মাথা বা দাড়িতে নতুন করে চুল গজায়। পাতা ফুটিয়ে তৈরি করা ঘন ক্বাথ কৃমির জন্য ভালো, তবে তা গা বমি ভাব সৃষ্টি করে। ব্যথা দূর করার জন্য তরল প্রলেপ প্রস্তুতে এর পাতাগুলো একটি চমৎকার উপাদান। স্ফীতি সরিয়ে দেয় এবং গ্যাংগ্রীনের ক্রমবৃদ্ধি রোধ করে।" তিনি এর চমৎকার ফিকে সবুজ রং এবং মনোমুগ্ধকর সুগন্ধের কথা বলেছেন।

প্রথম শ্রেণির লক্ষণ

- *প্রচণ্ড দুর্বতা এবং অবসন্নতার সাথে এক ধরনের হেকটিক জ্বর : শিশুদের ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে চুলকানিযুক্ত শীতস্ফোট (তুলনীয় নাক্স, এগারিকাস) স্ফীতি দেখা দেওয়ার আগে ব্যথাযুক্ত প্রদাহ- বাত, গাঁইট এবং গোড়ালি সন্ধির ব্যথাযুক্ত প্রদাহ।*

আরও কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ

- মস্তিষ্কে মোচড় বোধ, শিহরণ জাগানো শীতের অনুভূতি।
- অনেক ক্ষুধা, রাক্ষুসে, তা সত্ত্বেও শরীর শীর্ণ হতে থাকে (অথবা ক্ষুধা নাশ)
- পাকস্থলি ঝুলে থাকার বা পানিতে সাঁতার কাটার অনুভূতি, সেই সাথে অদ্ভূত রকম অস্বস্তিকর ঠাণ্ডাবোধ এবং নির্বুদ্ধিতা
- হঠাৎ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে বাত।
- বাতের ব্যথা প্রশমিত হলে অর্শ দেখা দেয় এবং বৃদ্ধি পায়।
- বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা, কিন্তু সামান্য হয়, রক্তই বেশি পড়ে।
- কৃমি ধ্বংস করে, বিশেষ করে গোলকৃমি।
- ডিম্বাশয় এলাকায় স্পন্দন; ব্যথা পিঠ পর্যন্ত চলে যায়।
- মাসিক অবরুদ্ধ।
- প্লুরিসিতে (*একোন* এক *ব্রাই* এর পর) যখন আক্রান্ত পার্শ্বে চাপের অনুভূতি থাকে, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হয়।
- হেকটিক জ্বর, খুবই দুর্বলকর (ম্যারাসমাস)।
- আক্ষেপের কারণে বা শূল ব্যথার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংকোচন।
- ম্যারাসমাসে, ত্বক থলথলে ও ঝুলে পড়ে।

ন্যাশ তার *লিডারস*-এ ছয় বার *এব্রোটেনামের* কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছে এর প্রধান ব্যবহার ক্ষেত্র সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ম্যারাসমাস, নিম্নাঙ্গেই অধিকাংশ দৃশ্যমান হয়, এর কারণ অপুষ্টি।

ডায়রিয়া।

ডায়রিয়ার সাথে পর্যায়ক্রমে বাত।

আমরা কিছু আলোচ্য অংশ উদ্ধৃত করবো, কারণ এগুলো ওষুধটি ব্যবহারের জন্য খুব সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা দেয়, সম অবস্থা বা লক্ষণ সম্বলিত ওষুধগুলোর সাথে খুবই উপযোগী তুলনা তুলে ধরে।

ম্যারাসমাসের ক্ষেত্রে, তিনি দেখান যে, যেখানে *স্যানিকুলা, ন্যাট্রাম মিউর* এবং *লাইকোপডিয়ামে* শীর্ণতা উপর থেকে শুরু হয়ে নিম্নাঙ্গের দিকে যায়, সেখানে *এব্রোটেনামে* তা নিচ থেকে শুরু হয়ে উপর দিকে ওঠে।

ন্যাট্রাম মিউর বিষয়ে তিনি বলেন, ভালো খাওয়া সত্ত্বেও মাংস ক্ষয় হওয়ার সাথে কোনো ওষুধ এত বেশি ক্ষুধার্ত নয় (*এসেটিক এসিড, এব্রোটেনাম, আয়োডিন, স্যানিকুলা এবং টিউবারকুলিনাম*)।

ন্যাট্রাম মিউর-এ শীর্ণতা প্রধানত ঘাড়ে দেখা যায়, *এব্রোটেনামে* পায়ে।

শিশুদের ম্যারাসমাসের জন্য আমাদের সামনে বেশ কয়েকটি ওষুধ আছে, যেমন– *ব্যারাইটা কার্ব, সাইলিসিয়া, এব্রোটেনাম, ন্যাট-মি, সালফার* ক্যাল্ক এবং *আয়োড*। এ সবগুলো ওষুধের মধ্যে আমরা দেহের সব অঙ্গে শীর্ণতা দেখি শুধু তলপেট বাদে, তলপেট সাধারণত বড় হয়ে যায়। আবার এদের সবার মধ্যেই, শিশুদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থাকতে পারে, যথেষ্ট খায়, কিন্তু সবসময়ই দেখা যায় যে, সে তুলনায় বাড়ে না। এটি দেহ কর্তৃক পুষ্টি আত্মীকরণের বিভ্রাট। নিশ্চিত কিছু ওষুধে পর্যায়ক্রমিক লক্ষণ দেখা যায়, যেমন– *ক্যালিবাইক্রম*, এ ওষুধে বাত এবং আমাশার লক্ষণ পর্যায়ক্রমে আছে। লক্ষণটি *এব্রোটেনামে*ও আছে।

এব্রোটেনামে রাক্ষুসে ক্ষুধা আছে : ভালো খাওয়া সত্ত্বেও দেহের মাংস ক্ষয় যায় (*আয়োড, ন্যাট-মি, স্যানিক, টিউব*)।

শুধু পায়ের ম্যারাসমাস।

* * *

এ্যাব্রোটেনাম ফোঁড়া, বাত, গাইট এর ওষুধ, বিশেষভাবে কব্জি ও পায়ের গোছার সন্ধিতে (রুটা)।

শিশুদের হাইড্রোসিলে এর সুনাম আছে; আমরা এটি খুব দ্রুত আরোগ্য করতে পারি, এর আগ *রডোডেনড্রন* ব্যবহৃত হয়।

এব্রোটেনামের সবচেয়ে ভালো চিত্র এলেনের কিনোটস এ পাওয়া যায়।

একোনাইটাম
(ACONITUM)

"আমার হৃদযন্ত্র অশান্ত : আর মৃত্যুভয় আমার ওপর নেমে আসছে"
"ভয়ার্ততা এবং কাঁপুনি আমাকে জাকিয়ে ধরেছে : আর এক ভয়ঙ্কর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করেছে"

ইসরায়েলের সুইট সালমিস্ট, যুদ্ধবাজ রাজা, আনুমানিক প্রায় তিন হাজার বছর আগে মানুষের সব আবেগ এবং অনুভবের তন্ত্রীগুলো বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন : তিনি মানুষের শত প্রজন্মকে সাহস, প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস এবং অনুতাপ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। যিনি এক সম্মানজনক উচ্চাসনে আসীন এবং দুর্ভোগের গভীরতা পরিমাপ করতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে প্রিয়জনের বিয়োগবিধুর অবস্থা, আর কৃত অপরাধের জন্য তীব্র অনুশোচনা ছিল, এমনকি তার মধ্যে *একোনাইটের* নিরেট অযৌক্তিক **ভয়ও** দেখা দিয়েছিল।

তার ওপরের কথাগুলো, বাস্তবিকই একোনাইট প্রুভিং এর মতো।

কেন্ট বলেন, "*একোনাইট* একটি প্রচণ্ড ঝড়ের মতো, এটি আসে এবং সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।" . . . . "এটি একটি স্বল্পক্ষণ ক্রিয়াশীল ওষুধ : ভয়ঙ্কর বিষের বড় মাত্রা হয় জীবন ধ্বংস করে দেবে, নয়ত তার ক্রিয়া দ্রুত শেষ করে চলে যাবে, কাজেই যদি রোগী আরোগ্য পায় তবে তা হতে বেশি সময় লাগে না। এর পর কোনো ক্রনিক রোগ হয় না।"

একোনাইটে মুখের অভিব্যক্তিটি **ভয়ের,** ভয় থেকে উদ্ভূত মানসিক বা শারীরিক যেকোনো রোগ এমনকি তা জন্ডিস হলেও *একোনাইট* সেখানে আরোগ্যকারী হয়। যেমনটি *ক্যামোমিলা*, ক্রোধ এবং রাগের কারণে যেকোনো রোগ এমনকি জন্ডিস পর্যন্ত আরোগ্য করে, বা কাল্পনিক অথবা বাস্তব অপমান এবং অনুযোগ থেকে সৃষ্ট যেকোনো রোগ যেমন *স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়ায়* আরোগ্য হয়।

তবে *একোনাইটের* ভয় কমবেশি অসার। জানা, সুনির্দিষ্ট কোনো ভয় একোনাইটের মধ্যে নেই। এটি *ব্রাইয়োনিয়া'র* দারিদ্র্যের ভয় না, *ফসফরাসের* বজ্রঝড়ে ভয় না, বেলেডোনা'র কুকুরে ভয় না, *আর্নিকার* কেউ কাছে আসবে এমন ভয় না, *আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম* ও *আর্সেনিকামের* মতো একা থাকাকালে ভয় না। তবে একোনাইটের মধ্যে মৃত্যু ভয়, অন্ধকারে ভয়, বিছানার ভয়, ভূতের ভয় আছে। একোনাইটের শুধু যে মৃত্যুভয় আছে তাই নয়, এরা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বলে দেয়, কেন্ট একে যেভাবে বলেছেন, "যদি কক্ষে একটি ঘড়ি থাকে, সে বলবে

ঘড়ির কাঁটাটি কোনো নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছলে সে মারা যাবে।" *একোনাইট* এমন যে সে তার বন্ধুদের কাছে ডাকবে, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিবে। *একোনাইট*-এ মৃত্যুর ভাবনা, মৃত্যুর পূর্বাভাস আছে, মৃত্যু সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ ধরনের মানসিক অবস্থা তাদের যেকোনো রোগাবস্থায় সৃষ্টি হয়, অথবা কোনো শক, আতঙ্ক বা অস্ত্রোপচারের পর *একোনাইট* প্রয়োজন হয়।

একোনাইট একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল, অগভীর ওষুধ। তরুণ এবং খুব কষ্টকর অবস্থার জন্য প্রযোজ্য, যখন রোগী একোনাইট পায়, সে তখন শুয়ে পরে, দেহ আলগা করে দিয়ে ঘুমিয়ে যায়, ঝড় চলে গেছে।

এটিই হোমিওপ্যাথি, অসার কিন্তু এক যন্ত্রণাদায়ক কষ্টকর অবস্থার জন্য প্রয়োগ করা যায়, আর মনে রাখবেন *একোনাইট* কোনো আফিম নয়, বিষক্রিয়া এবং প্রুভিংকালে এ ওষুধটি যেসব লক্ষণ উৎপাদন করে সে লক্ষণ সম্বলিত অবস্থার জন্য খুব দ্রুত আরোগ্য ক্রিয়াকারী মাত্র।

ডাঃ ক্লার্ক একবার বলেছিলেন, "যদি কখনো হেনরী এন গার্নেসি'র বই পান তাহলে তা কিনুন : গার্নেসি *একোনাইটের* ওপর খুব উজ্জ্বল এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন, "উচ্চমাত্রার ব্যবহার উপযোগী ওষুধটির বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম মানসিক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে, আর এর মানসিক লক্ষণ বিবেচনা করাটাই সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় নিশ্চিতভাবে যেখানে প্রশান্তি এবং ধৈর্য রয়েছে সেক্ষেত্রে কখনই এ ওষুধটি দেওয়া যাবে না। *একোনাইটের* কথা চিন্তা করলেই আমরা সেখানে অস্বস্তি, কষ্ট বা ভয় পাই, সামান্যতম রোগেও এসব লক্ষণ যুক্ত থাকে, যেমন চোখের পাতার প্রদাহ . . . . অনেক বেশি এবং অনিয়ন্ত্রণযোগ্য উদ্বেগ, প্রচণ্ড ভয়, এসব কিছু *একোনাইট* রোগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য।

"*আতঙ্কের কারণে অসুস্থতা, আর ভয় থেকে যায়। (ওপিয়াম)*

"তার মৃত্যুর প্রত্যাশিত দিন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে, এটি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক।"

"প্রলাপগুলো অসুখী, কষ্ট, হতাশা, খেপাটে ভাবের। অপ্রসন্ন মুখে ভয়ের অভিব্যক্তি যুক্ত, তবে সে তখন আসলেই অচেতন থাকে ...."

"প্রচণ্ড মৃত্যুভয়ের সাথে সহজেই রক্তপাত, উজ্জ্বল খাঁটি, লাল রক্ত ...."

"শরীরের যেকোনো অঙ্গ থেকে সক্রিয় রক্তপাত, জরায়ু সম্বন্ধীয় বা অন্যকোনো রকম, সাথে মৃত্যু ভয় এবং স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা থাকে।"

"মৃত্যুভয় এত বেশি হতে পারে যে, মৃত্যু ভয়ে মানুষ নিজেকেই খুন করে ফেলতে পারে। (আমি নিজেই এমন একটি কেসের কথা জানি)।

শেক্সপিয়ার বলেছেন যে, "ভালো আর মন্দ বলে কিছু নেই, ভাবনাই এগুলো সৃষ্টি করে।" *একোনাইটের* ক্ষেত্রে প্রধানত ভাবনা থেকেই এমন অবস্থার উদ্ভব হয়। *একোনাইটের* মধ্যে যা আতঙ্কের প্রভাব ফেলে তা অবাস্তব এবং অসার। এদের জীবন বাঁচানোর জন্য ঘড়িতে সময় দেখানোর বিষয়ে জালিয়াতি করতে হবে।

কেন্ট বলেন, "শক্ত-সামর্থ্য, স্বাস্থ্যবান মানুষদের জন্যই অধিকাংশ সময় *একোনাইট* প্রয়োজন হয়। "রোগী হঠাৎ হুমকি বোধ করে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হুমকি, তবে দ্রুত ভালো হয়ে যায়। একটা প্রচণ্ড ঝড়, দ্রুতই তা চলে যায়।"

একোনাইট ঠাণ্ডা শুষ্ক আবহাওয়ার ওষুধ, *হিপার, নাক্স* এবং আরো গুটি কয়েকটি ওষুধের মতো। *ঠাণ্ডা, আর্দ্র আবহাওয়া* যাদের আক্রমণ করে তাদের জন্য *ডালকামারা, রাসটক্স* ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

ন্যাশ একোনাইটকে অন্যতম প্রধান **ব্যথা**'র ওষুধ হিসেবে স্বীকার করেন : এজন্য তার ত্রয়ী ওষুধ হচ্ছে *একোনাইট, ক্যামোমিলা* এবং **কফিয়া**।

তবে *ক্যামোমিলার* ব্যথার সাথে তীব্র খিটখিটেমি সহগামী থাকে, *কফিয়াতে* থাকে উত্তেজনা, "ত্বকের একটা সংবেদনশীলতা যা উপলব্ধি ক্ষমতার বাইরে" এবং শব্দে অদ্ভুত রকমভাবে বেড়ে যায়, অন্যদিকে যেভাবে বলা হয়েছে, *একোনাইটে* তা অসহনীয় এবং উদ্বেগ ও ভয় সংযুক্ত।

কেন্ট যেভাবে বলেন, *একোনাইট* "ব্যথায় চিৎকার করে। ব্যথা অসংখ্য ছুরির মতো .... তার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবেই, বা এমন ভয়ানক কষ্ট যা সে সহ্য করতে পারবে না। তার মৃত্যু দিনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে, মনে হয় এ ভয়াবহতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ মানসিক চিত্র সবসময়ই উপস্থিত থাকে, নিউমোনিয়া, কিডনির প্রদাহ, লিভারের প্রদাহ, অন্ত্রের প্রদাহ বা দেহের যেকোনো অঙ্গের প্রদাহে, যেখানে *একোনাইটের* উপযোগিতা আছে সেখানেই।"

ন্যাশ বলেন, "*একোনাইটে* হৃৎপিণ্ড এবং বুকে প্রবল যন্ত্রণা আছে, যেখানে *বেলেডোনায়* মনে হয় সবকিছু মাথায় কেন্দ্রীভূত।"

একোনাইট জ্বর সম্বন্ধে তিনি হেরিং-এর উদ্ধৃতি দেন, "তাপ, পিপাসাসহ, নাড়ী শক্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত, উদ্বেগে অধৈর্য, অশান্তকর, ক্রোধে উন্মত্ত, তীব্র যন্ত্রণায় দুলতে থাকে।"

একোনাইট-কে সম্ভবত আমাদের সময়ে অবহেলা করা হয়েছে। পুরনো হোমিপ্যাথরা জানেন কীভাবে একোনাইট ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ একে অসারতার ফাঁদে আটকে দিয়েছেন, বলেন সময় চলে গেছে, "যে সময় আপনি কেসটি পান, তখন *একোনাইট* দেওয়ার অবস্থা আর থাকে না।" বাজে কথা! একোনাইট অবস্থা যেকোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে, যেকোনো রোগে, অস্ত্রোপচারের পর, তখন একোনাইট দ্রুত প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না।

একোনাইট হোমিওপ্যাথিক দুধারি ছুরি হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে; *একোনাইটের* জন্যই বন্ধ হয়েছে "রক্তমোক্ষণ', অধিকাংশ প্রদাহজনিত অবস্থার (প্লুরিসি, নিউমোনিয়া ইত্যাদির) সংকেত পাওয়া মাত্র প্রয়োগ করলে তা উপশম দেয়, যেখানে খুন সদৃশ *রক্তমোক্ষণের* প্রয়োজন আর হয় না।

প্রাণীর ওপর কোনো ওষুধের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যে অপ্রয়োজনীয় তার একটি উদাহরণ হচ্ছে এই **একোনাইট**। ক্লার্ক একটি হাতি মেরে ফেলার প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ২০০০ মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়া করতে পারে এমন পরিমাণ **একোনাইট** গাজরের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো, হাতিটি সাথে সাথে খেয়ে ফেলল, কিন্তু কিছুই ঘটল না, তিন ঘণ্টা পর বড় মাত্রায় প্রুসিক এসিড দেওয়া হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা প্রাণঘাতী হিসেবে প্রমাণিত হলো।

ক্লার্ক যেমন বলেন, "**একোনাইট** একটি অন্যতম প্রাণঘাতী এবং সবচেয়ে দ্রুত ক্রিয়াশীল বিষ, তা সত্ত্বেও, হ্যানিম্যানের আবিষ্কার একে রোগী সেবার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বন্ধুতে রূপান্তরিত করেছে। "**একোনাইট** গোলাপি, নাদুশনুদুশ, রক্তপ্রধান শিশুদের ওষুধ।" একথা বলেছেন কেন্ট। একজন একটি দৃশ্যকল্প মনে আনতে পারেন– একটা ছোট, স্বাস্থ্যবতী শিশু, খুব উচ্চ জ্বর, চিৎকার করছে, মায়ের হাতের মধ্যে চিৎকারে ফেটে পড়ছে। সে তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারছে না, শুধু কান্নায় ফেটে পড়া ছাড়া; মা তার প্রায় ক্ষিপ্ত : "আমি তাকে খোয়াতে চাই না!" আর তখন, মিষ্টি চিনির সাথে **একোনাইট** মিশিয়ে তৈরি করা ওষুধের ক্ষুদ্রতম মাত্র একটি মাত্রা, শক্তি এখানে অমূর্ত, কিন্তু তাতেই দ্রুত ঝড় চলে গেল।

হঠাৎ মারাত্মক প্রতিক্রিয়া, শৈত্য এবং ভয়ের পর সৃষ্ট, তাতে অস্থিরতা, উদ্বেগ, ভয় এমন পরিস্থিতির জন্য **একোনাইট** খুব প্রশংসিত এবং বাড়ি এবং সেবাশ্রমের জন্য একটি অতি অপরিহার্য ওষুধ।

হ্যানিম্যান এ বিষয়ে যা বলেন, "*একোনাইট* হচ্ছে বায়ুনালি প্রদাহের জন্য (ক্রুপ, মেমব্রেনাস, ল্যারিঞ্জাইটিস) প্রথম এবং প্রধান ওষুধ, অতিক্ষুদ্র মাত্রায়। এছাড়াও গলা এবং কণ্ঠগহ্বরের নানারকম প্রদাহ, দেহের বিভিন্ন স্থানীয় অঙ্গের তরুণ প্রদাহ, বিশেষ করে যেখানে পিপাসা এবং নাড়ীর গতি খুব দ্রুত, যেখানে উদ্বেগযুক্ত অস্থিরতা উপস্থিত, অপ্রবোধ্য অস্থিরতা এবং যন্ত্রণাকর ছোড়াছুড়ি .... হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হিসেবে *একোনাইট* নির্বাচনের জন্য এর মেজাজের লক্ষণগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যাতে তা একান্ত সদৃশ হয়।" তিনি আরো দেখান যে, "সবচেয়ে দুর্দমনীয় ক্রনিক রোগে পর্যন্ত এটি একটি অপরিহার্য আনুষঙ্গিক ওষুধ, তথাকথিত রক্তনালীগুলোর টেনশন হ্রাস করার প্রয়োজন দেখা দেয় যখন, তখন।"

অন্যত্র সারজন ওয়ের'র, "হোমিওপ্যাথি, এন এক্সপ্লানেশন অফ ইটস প্রিন্সিপালস" এ বর্ণিত একটি রোগীর ঘটনা যথার্থ হবে বিধায় আবার উল্লেখ করা হলো, "এক রাতে, রাত ১০-৩০ মিনিটে, এন্টি-টিটেনাস সিরাম নেবার পর আর্টিকেরিয়া-এনাফাইলেটিক আক্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখার জন্য ডাকা হলো।